জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর ভিত্তিতে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য
সাধারণ শিক্ষা ধারার ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির
বিষয় কাঠামো, নম্বর ও সময় বণ্টন এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি

ক. সাধারণ শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষা ধারার আবশ্যিক বিষয়

বিষয়	বরাদ্দকৃত নম্বর	সাপ্তাহিক পিরিয়ড সংখ্যা	মূল্যায়ন পদ্ধতি
১. বাংলা ১ম পত্র	১০০	৩	লিখিত সামষ্টিক মূল্যায়ন (অর্ধ বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা)
২. বাংলা ২য় পত্র	৫০	২	
৩. ইংরেজি ১ম পত্র	১০০	৪	
৪. ইংরেজি ২য় পত্র	৫০	২	
৫. গণিত	১০০	৫	
৬. বিজ্ঞান	১০০	৫	
৭. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১০০	৩	
৮. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	২	
৯. ইসলাম শিক্ষা/হিন্দুধর্ম শিক্ষা/ খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা/বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা **(যেকোনো একটি)**	১০০	৩	
১০. আরবি/সংস্কৃত/পালি/শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য/কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা/কৃষিশিক্ষা/ গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ চারু ও কারুকলা/সংগীত **(যেকোনো একটি)**	৫০	১	ধারাবাহিক মূল্যায়ন (কোর্স ওয়ার্কভিত্তিক মূল্যায়ন): • শ্রেণির কাজ • অনুসন্ধানমূলক/ব্যাবহারিক/ কাজ/কাজ/প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্ট • শ্রেণি অভীক্ষা
মোট	**৮০০**	**৩০**	

দ্রষ্টব্য:

❖ **এক শিফট স্কুলের ক্ষেত্রে:**

- রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার প্রতিদিন ৬টি পিরিয়ড, সপ্তাহে ৩০টি পিরিয়ড অনুষ্ঠিত হবে।
- প্রথম পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৬০ মিনিট। পরবর্তী পিরিয়ডসমূহের ব্যাপ্তি ৫০ মিনিট।
- দৈনিক প্রারম্ভিক সমাবেশের মেয়াদ ১৫ মিনিট। টিফিনের বিরতি ৩৫ মিনিট।

মোট সময় : ৬ ঘণ্টা

❖ **দুই শিফট স্কুলের ক্ষেত্রে:**

- রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার প্রতিদিন ৬টি পিরিয়ড, সপ্তাহে ৩০টি পিরিয়ড অনুষ্ঠিত হবে।
- প্রথম পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৪৫ মিনিট। পরবর্তী পিরিয়ডসমূহের ব্যাপ্তি ৪০ মিনিট।
- দৈনিক প্রারম্ভিক সমাবেশের মেয়াদ ১০ মিনিট। টিফিনের বিরতি ১৫ মিনিট।

প্রতি শিফটের জন্য মোট সময় : ৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর ভিত্তিতে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য
সাধারণ শিক্ষা ধারার নবম ও দশম শ্রেণির

বিষয় কাঠামো, নম্বর ও সময় বণ্টন এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি

বিষয়ের ধরন	বিষয়ের নাম	পরীক্ষার নম্বর	সাপ্তাহিক পিরিয়ড সংখ্যা	মূল্যায়ন পদ্ধতি
সকল শাখার আবশ্যিক বিষয়	১. বাংলা ১ম পত্র	১০০	৩	**লিখিত সামষ্টিক মূল্যায়ন** (অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক)
	২. বাংলা ২য় পত্র	১০০	২	
	৩. ইংরেজি ১ম পত্র	১০০	৪	
	৪. ইংরেজি ২য় পত্র	১০০	২	
	৫. গণিত	১০০	৫	
	৬. ইসলাম শিক্ষা/হিন্দুধর্ম শিক্ষা/খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা/বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা	১০০	২	
	৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	১	ব্যাবহারিক ও লিখিত সামষ্টিক মূল্যায়ন
	৮. ক্যারিয়ার শিক্ষা	৫০	১	**ধারাবাহিক মূল্যায়ন:** • শ্রেণির কাজ • অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যাবহারিক/কাজ/প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্ট • শ্রেণি অভীক্ষা
	৯. শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা	৫০		
আবশ্যিক মোট নম্বর ও পিরিয়ড সংখ্যা		**৭৫০**	**২০**	
বিজ্ঞান শাখার আবশ্যিক বিষয়	১০. পদার্থবিজ্ঞান	১০০	৩	ব্যাবহারিক ও লিখিত সামষ্টিক মূল্যায়ন (অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক)
	১১. রসায়ন	১০০	৩	
	১২. জীববিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত	১০০	৩	
	১৩. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১০০	৩	লিখিত সামষ্টিক মূল্যায়ন (অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক)
মানবিক শাখার আবশ্যিক বিষয়	১০. বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা	১০০	৩	লিখিত সামষ্টিক মূল্যায়ন (অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক)
	১১. ভূগোল ও পরিবেশ	১০০	৩	ব্যাবহারিক ও লিখিত সামষ্টিক মূল্যায়ন (অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক)
	১২. অর্থনীতি/পৌরনীতি ও নাগরিকতা	১০০	৩	লিখিত সামষ্টিক মূল্যায়ন (অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক)
	১৩. বিজ্ঞান	১০০	৩	লিখিত সামষ্টিক মূল্যায়ন (অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক)
ব্যবসায় শিক্ষা শাখার আবশ্যিক বিষয়	১০. ব্যবসায় উদ্যোগ	১০০	৩	লিখিত সামষ্টিক মূল্যায়ন (অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক)
	১১. হিসাববিজ্ঞান	১০০	৩	
	১২. ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং	১০০	৩	
	১৩. বিজ্ঞান	১০০	৩	

সকল শাখার জন্য ঐচ্ছিক বিষয় (চতুর্থ বিষয়) (যেকোনো একটি নেওয়া যাবে। শাখাভিত্তিক আবশ্যিক বিষয় হিসেবে কোনো বিষয় নেওয়া হলে ঐ বিষয় ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নেওয়া যাবে না।	১৪. জীববিজ্ঞান/ উচ্চতর গণিত/ ভূগোল ও পরিবেশ/ কৃষিশিক্ষা/ গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ বেসিক ট্রেড/ শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া	১০০	৩	ব্যাবহারিক ও লিখিত সামষ্টিক মূল্যায়ন (অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক)
	আরবি/সংস্কৃত/পালি/বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়/অর্থনীতি/ পৌরনীতি ও নাগরিকতা/ চারু ও কারুকলা/ সংগীত			লিখিত সামষ্টিক মূল্যায়ন (অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক)
শাখাভিত্তিক মোট নম্বর ও পিরিয়ড সংখ্যা		**৫০০**	**১৫**	
আবশ্যিক ও শাখাভিত্তিক মিলিয়ে মোট নম্বর ও পিরিয়ড সংখ্যা		**১২৫০**	**৩৫**	

দ্রষ্টব্য:

- আবশ্যিক বিষয়সমূহ সকল শাখার শিক্ষার্থীদের নিতে হবে;
- বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে যেকোনো একটি শাখা নির্বাচন করে নির্বাচিত শাখার আবশ্যিক বিষয়সমূহ নিতে হবে;
- শাখাভিত্তিক আবশ্যিক বিষয়ের বাইরে চতুর্থ বিষয় হিসাবে একটি বিষয় বেছে নেওয়া যাবে;

❖ **এক শিফট স্কুলের ক্ষেত্রে:**

- রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার প্রতিদিন ৭টি পিরিয়ড, সপ্তাহে ৩৫টি পিরিয়ড অনুষ্ঠিত হবে।
- প্রথম পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৬০ মিনিট। পরবর্তী পিরিয়ডসমূহের ব্যাপ্তি ৫০ মিনিট।
- দৈনিক প্রারম্ভিক সমাবেশের মেয়াদ ১৫ মিনিট। টিফিনের বিরতি ৩৫ মিনিট।

মোট সময় : ৬ ঘণ্টা ৫০ মিনিট

❖ **দুই শিফট স্কুলের ক্ষেত্রে:**

- রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার প্রতিদিন ৭টি পিরিয়ড, সপ্তাহে ৩৫টি পিরিয়ড অনুষ্ঠিত হবে।
- প্রথম পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৪৫ মিনিট। পরবর্তী পিরিয়ডসমূহের ব্যাপ্তি ৪০ মিনিট।
- দৈনিক প্রারম্ভিক সমাবেশের মেয়াদ ১০ মিনিট। টিফিনের বিরতি ১৫ মিনিট।

প্রতি শিফটের জন্য মোট সময় : ৫ ঘণ্টা ১০ মিনিট

❖ **ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও নম্বর বণ্টন**

ক্রম	**ক্ষেত্র/ কোর্সওয়ার্ক**	**নম্বর**
১.	শ্রেণির কাজ	২০
২.	অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যাবহারিক/কাজ/প্রজেক্ট/ অ্যাসাইনমেন্ট	১০
৩.	শ্রেণি অভীক্ষা	২০
	মোট	৫০

❖ **শ্রেণির কাজের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ**

- প্রশ্নের উত্তর লেখা (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, রচনামূলক প্রশ্ন)

- মৌখিক উপস্থাপনা
- ছবি, চিত্র, সারণি, মানচিত্র, লেখচিত্র আঁকা
- দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ
- বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ
- ভূমিকাভিনয়
- ব্যাবহারিক কাজ
- আরবি, সংস্কৃত ও পালি বিষয়ের জন্য শোনা, বলা, পড়া, লেখা, ইত্যাদি।

❖ **অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যাবহারিক কাজ/প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্টের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ**

- শুধু মুখস্থনির্ভর নয় বরং শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে এমন হাতে কলমে কাজ, ব্যাবহারিক কাজ, প্রজেক্ট তৈরি, মডেল তৈরি, অ্যাসাইনমেন্ট ও সীমিত পরিসরে অনুসন্ধানমূলক কাজ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনা প্রভৃতি।

❖ **শ্রেণি অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ**

- লিখিত ও ব্যাবহারিক কাজ
- লিখিত অংশের প্রশ্ন নির্বাচনধর্মী বা সরবরাহধর্মী-উভয়ই হতে পারে। যেমন-বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, রচনামূলক প্রশ্ন, প্রেক্ষাপটনির্ভর রচনামূলক প্রশ্ন, ইত্যাদি।
- শ্রেণি অভীক্ষা শিখন-শেখানো কার্যক্রমেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই ও শিখন ঘাটতি নিরূপণ করাই এ অভীক্ষার উদ্দেশ্য। শিখন ঘাটতি নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফলাবর্তন (Feedback) দেওয়া এবং নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বল্প সময়ে (১০/১৫মিনিট) এ অভীক্ষা নেওয়া হবে। অভীক্ষার নেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐ দিনের নির্ধারিত শিখন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। তাই ঘটা করে বা আনুষ্ঠানিকভাবে সময় ও তারিখ নির্ধারণ করে ও শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ রেখে শ্রেণি অভীক্ষার আয়োজন করা যাবে না। **উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে এ উপলক্ষ্যে কোনভাবেই কোনরূপ ফি বা অর্থ নেওয়া যাবে না।**

❖ **মূল্যায়ন নির্দেশনা**

ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ডে প্রদর্শন করতে হবে। তবে শিক্ষার্থীর ফলাফল ও গ্রেড নির্ধারণে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

❖ **বিশেষ দ্রষ্টব্য :**

১. প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংখ্যা ও ভৌত অবকাঠামো বিবেচনা করে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান উচ্চতর গণিত বিষয়ের বরাদ্দকৃত পিরিয়ড সংখ্যা প্রয়োজনে বৃদ্ধি করে নিতে পারবে।

২. বিষয়ের কাঠিন্য বিবেচনা করে ইংরেজি, গণিত, উচ্চতর গণিত ও বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ ক্লাস রুটিনে টিফিন বিরতির পূর্বে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

❖ **নোট: শিক্ষকবৃন্দের প্রতি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান এর বিশেষ আহবান, দেখুন পরিশিষ্টে।**

২৬.১২.২৪
সদস্য (শিক্ষাক্রম)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

পরিশিষ্ট

শিক্ষকবৃন্দের প্রতি

বর্তমানে বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা নানারকম অস্থিরতা এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক এবং ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা থেকে সম্প্রতি বাংলাদেশে অভূতপূর্ব এক জাগরণ সংঘটিত হয়েছে। এ জাগরণে শিক্ষার্থীরা সীমাহীন ত্যাগ ও অপরিমেয় দুঃখকষ্ট বরণ করেছে। কিন্তু অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে এবং সেখানে নানাভাবে জড়িয়ে পড়ছে আমাদের শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীরা সুন্দর ও শুভ এর প্রতীক। শিক্ষার্থীদের জন্মগত শুভ আকাঙ্ক্ষা, অপরিমেয় মেধা, সৃজনশীলতা এবং অফুরন্ত সামর্থ্য তাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনকে অভাবনীয় উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সমাজ জীবনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা, সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত, সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণ, দয়ার্দ্র আচরণ, সৃজনশীল কার্যক্রম যা একটি দরদি সমাজ তৈরি করতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সেকারণে শ্রেণিকক্ষে এবং বিদ্যালয়ে এমন কিছু কার্যক্রম এবং অনুশীলন প্রয়োজন যা তাদের হৃদয়কে উৎফুল্ল রাখে, কল্পনাকে উচ্চকিত করে, চিন্তাকে সুসংগঠিত করে, দৃষ্টিভঙ্গিকে সহযোগিতামূলক করে, মনোভাবকে ইতিবাচক করে এবং আচরণকে পরিশীলিত ও সহনশীল করে। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই কার্যক্রম ও অনুশীলন বিশেষভাবে প্রয়োজন।

এ লক্ষ্যে পাঠ্যবইয়ের যে সকল পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সমাজে সকল ভিন্নতা সত্ত্বেও একত্রে শান্তিপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ বসবাসের কৌশল ও মূল্যবোধ (Art and Values of living together) নিজের আচরণে রোপিত এবং বর্ধিত করতে পারে তা বার বার চর্চার মধ্যদিয়ে তাদের সুস্থ-স্বাভাবিক রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে। সহজ ও আনন্দদায়ক বই, মহৎ মানুষের জীবনী পাঠ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতা আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে শ্রেণিশিক্ষকের সর্বোচ্চ সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনশীলতা এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তার প্রতিফলন কাম্য।

সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীর কাছে আজ এই বার্তা দেওয়া জরুরি যে, অপর বা অন্য শ্রেণির শিক্ষার্থী, অন্য স্কুলের শিক্ষার্থী, অন্য গ্রামের বা মহল্লার মানুষ, অন্য লিংগ, অন্য জাতি, অন্য ধর্ম, অন্য বর্ণ এবং আমি মিলেই বাংলাদেশ। সবাই আমরা এক পরিবারের সদস্য। সবাইকে নিয়েই এই দেশে আমাকে বাঁচতে হবে, বড় হতে হবে, সুখি হতে হবে। শুধু তাই নয়, সারা দুনিয়ার সকল দেশের সকল মানুষ মিলেই আমাদের এই ধরণী সুখি, সুন্দর ও টেকসই করার মাধ্যমে আমাদের সকলকে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে হবে। সকলে মিলে ভালো থাকতে হবে। সকলে ভালো থাকলে আমিও ভালো থাকবো- এটা হবে আমাদের বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র।

ডিসেম্বর, ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ